সংবাদ

তারিখ 14 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

৪ মাস মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকেও বেতন তুলছেন জামায়াত নেতা

প্রতিনিধি, গৌরনদী (বরিশাল)

শিশু হত্যা মামলার প্রধান আসামি হয়ে চার মাস আত্মগোপনে রয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষক ও প্রভাবশালী জামায়াত নেতা মাওলানা মো. আবু বক্কর সেলিম মিয়া। বোর্ডের নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতির যোগসাজশে তিনি প্রতিমাসের বেতন ভাতা উত্তোলন করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি জেলার উজিরপুর উপজেলার হস্তিগুড় ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার।

গৌরনদী প্রেসক্লাবে দায়ের করা অভিযোগে হস্তিগুড় গ্রামের ইমরান হোসেন উল্লেখ করেন, পূর্ববিরোধের জেরধরে একই বাড়ির প্রভাবশালী জামায়াত নেতা প্রভাষক আবু বক্কর সেলিম মিয়া ও তার সহযোগীরা গত ১৮ আগস্ট রাতে তার আট মাসের ঘুমন্ত শিশু কন্যা মরিয়মকে অপহরণ করে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে আবু বক্কর সেলিম মিয়াসহ ৫ জনকে আসামি করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটি সিআইডিতে তদন্তাধীন রয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার পর থেকে দীর্ঘ চার মাস সেলিম ও তার পরিবারের লোকজনে আত্মগোপনে রয়েছেন। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম জানান, প্রভাষক আবু বক্কর সেলিম মিয়া টানা চার মাস মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকলেও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির যোগসাজশে তিনি প্রতি মাসের বেতন ভাতা উত্তোলন করে নিয়েছেন। গত রোববার দুপুরে সরেজমিনে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. মফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী টানা তিন মাসের মেডিকেল ছুটি নেয়া যায়। সেমতে আরবি প্রভাষক আবু বক্কর সেলিম মিয়া গত ২২ আগস্ট থেকে তিন মাসের মেডিকেল ছুটি নিয়েছেন। এ সময়ে তিনি বেতন ভাতা তুলতেই পারেন। তবে ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করে অধ্যক্ষ আরও বলেন, বিষয়টি মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে জানানো হয়েছে। তার অনুমতি স্বাপেক্ষেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ঢাকায় বসবাসরত সৈয়দ মাইনুল হকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। অভিযুক্ত প্রভাষক আবু বক্কর সেলিম মিয়ার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, আরবি প্রভাষক প্রভাবশালী আবু বক্কর সেলিম মিয়ার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি নিয়ে মাদ্রাসার অন্যান্য শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের নামে ব্যাপক অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিকবারের তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলেও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতির কাছের লোক হওয়ায় বরাবরেই তিনি (সেলিম) সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। যে কারণে অভিযুক্ত প্রভাষক সেলিমের বিরুদ্ধে অদ্যবধি কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয়রা সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ প্রভাষক আবু বক্কর সেলিম মিয়াকে চাকরিচ্যুত, বর্তমান মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং শিশু মরিয়ম হত্যার ঘটনার মূল রহস্য বের করার জন্য প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।